বিজ্ঞাপন।

কবিতাহারের প্রথমভাগ প্রচারিত হইল। ইহাতে বালকবালিকাদিগের সুপাঠ্য নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক কতিপয় কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয় সমূহের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ইহা ব্যবহার করিলে আমার সমুদয় শ্রম সফলিত

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র রায় মহাশয় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সমুদয় ব্যয় প্রদান করিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। পরন্তু ইহাও উল্লিখিতব্য যে শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় এতৎ ক্ষুদ্র পুস্তকের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। অতএব তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

২৫ শে শ্রাবণ	শ্রী পূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা
১২৭০ সাল।	নিবাস পারনিশা।

নেহার উষার লোহিত ছবি,
নেহার নবীন উদিত রবি;
—যাহা হেরি কত কল্পনা কবি
নির্জ্জনে বসিয়ে করে রে।

পাইয়া ভানুর মোহন বিভা,
কেমন প্রমোদ প্রকাশে দিবা!
কেমন পুষ্করে পুষ্কর শোভা!
মরে!—হেরে মন হরে রে!

আবার নিশিতে গগনতলে,
কেমন প্রোজ্জ্বলে তারকাদলে!
যেন হীরকের পাঁতি উজ্জ্বলে
মাঝে শোভে সুধাকর রে।

করি সুধাসিক্ত কিরণ দান,
পুলকিত করে ভূলোক প্রাণ!
মনোসুখে করে অমিয়া পান,
চকোরবর নিকর রে।

কি দীন, কি ধনী, অবনীশ্বর,
কি কুটির কিবা সৌধশিখর,
সবে বিধু দেয় সমান কর,
ভেদাভেদ নাহি করে রে।

কেমন ঈশ্বর করুণাময়,
সবাকার প্রতি সম সদয়,
কেহ কৃপালাভে বঞ্চিত নয়
সবে সুখী পরস্পরে রে।

কেমন দয়ালু জগতপ্রাণ!
দেখ, তাঁরাদেশে জগতপ্রাণ,
রহি বাঁচায়েছে জগতপ্রাণ,
সাধ্য কি অন্যথা করে রে।

অলঙ্ঘ্য আদেশ পালিতে তাঁর,
বরষে বারিদ সলিলধার,
মৃত্যু কতশত দেহাধিকার,
করি প্রাণদম হরে রে।

এই যে হেরিছ সুচারু সৃষ্টি,
—তুলে আঁখি যাহা করিয়া দৃষ্টি—
এসকল সেই স্রষ্টার সৃষ্টি,
সকল সর্জিত তাঁর রে.

তোমরা যে নর জীবের সার,
করেছ প্রধান পদাধিকার,
কেবল করুণা কটাক্ষে যাঁর
কর তাঁরে নমস্কার রে।

বিদ্যাশিক্ষা।

বহুকাল বেঁচে রবে এই ভেবে মনে,
অবিরত রত থাক বিদ্যা অধ্যয়নে;
যদি মনে কর, হেম, "অনিত্য জীবন,
এখন তখন নাই কিছুর কথন,
কিকাজ বিদায় আর কিকাজ বিদ্যায়।"
ঔদাস্যের উদ্বোধ অবশ্য হবে তায়।
করোনা এমন তুমি করোনা এমন,
নারিবে করিতে তবে বিদ্যা উপার্জ্জন।
ধর্ম্ম ধনার্জ্জন তুমি করিবে যখন,

"অনিত্য জীবন" মনে চিন্তিবে তখন।
করিবে ধর্ম্মের সেবা কেন ভাবি মনে,
অদ্যকেই গ্রাস যেন করেছে শমনে।
সে সময় ভাব যদি দীর্ঘকাল জীব,
এখন কি চরণে ধরেছে যম দিন,
তাহলে নারিবে ধর্ম্ম করিতে অর্জ্জন,
কেননা প্রত্যয় নাই কি ঘটে কখন।

ধর্ম্ম।

হে মানব! ত্যজ তুমি রাশি রাশি ধন,
ত্যজ তুমি রম্যহর্ম্ম্য গৃহ উপবন,
ত্যজ তুমি হীরা মণি জড়িতভূষণ,
ত্যজ তুমি প্রিয়তর শাসনআসন,
ত্যজ তুমি দারাপুত্র সুহৃদ স্বজন,
এমন কি, ত্যজ তুমি আপন জীবন
কি ক্ষোভ তাহাতে?—তবু কভু ধর্ম্মধন
অধর্ম্মের সাগরে দিওনা বিসর্জ্জন।
জনমিয়া জগতে যে ত্যজে ধর্ম্মধন,
হতভাগ্য নাহি আর তাহার মতন!
ধর্ম্মরত্ন আছে যার সব আছে তার,
কিছু নাই তার নাই ধর্ম্মধন যার।

কখন পরের দ্রব্য করেনা হরণ,
কখন পরের মন্দ করেনা চিন্তন;
কভু কটুবাক্যবাণ করিয়া ক্ষেপণ,
করেনাক পরের হৃদয় বিদারণ।
সাধুর হৃদয়ে দয়া সদাপ্রতিষ্ঠিত,
পর দুঃখ দেখি হয় আপনি দুঃখিত।
আপনার সুখে দুঃখে সুখী দুঃখী সবে,
পরের দুঃখের দুঃখী কে এমন হবে?
নিজে পেয়ে তাপ নবনীত দ্রব হয়,
পর দুঃখে দ্রব হয় সাধুর হৃদয়।
এই হেতু সাধুচিত্ত নবনী সহিত,
কোনমতে নাহি পারে হতে উপমিত।

ক্রোধ।

ক্রোধে জন্মে কত পাপ সংখ্যা নাহি তার,
ক্রোধে করে কত জন অন্যায় আচার।
ক্রোধে হরে, একবারে হিতাহিত জ্ঞান,
অতএব ক্রোধ করা নহে সুবিধান।
দেখ, ক্রোধ বশীভূত হয় যেই জন,
অনায়াসে পরে সেই কহে কুবচন।

মনোমাঝে হলে পরে ক্রোধের সঞ্চার,
শুভাশুভ কিছু জ্ঞান নাহি থাকে তার।
ক্রোধ করে অপ্রিয়ভাষিণী রসনারে,
মধুর সে কটুকথা কহিতে কি পারে?
যে করে অনিষ্ট তারে ক্রোধ যদি কর,
কহনা কি হেতু ক্রোধ ক্রোধের উপর?
ক্রোধ করে যেইরূপ অনিষ্ট সাধন,
অপরে না পারে ক্ষতি করিতে তেমন।
সুবোধ করয় ক্রোধ থাকিলে সময়;
সদা ক্রোধ বশে থাকা সমুচিত নয়।

লোভ।

লোভেতে জন্মায় পাপ, পাপেতে মরণ,
মিথ্যা নয়, সত্য এই নীতিজ্ঞ বচন।
লোভীর নাহিক তৃপ্তি, কিছুতেই হয়,
ক্ষোভানলে সদা তার দহয় হৃদয়,
দেখিলে পরের ধন, নিজে ক্ষোভে মরে,
হেন ইচ্ছা করে সব ঘরে এনে ভরে।
এক, দশ, শত, শেষ, হাজার হাজার,
পেলেও লোভীর নাই সন্তোষ সঞ্চার।

জ্ঞানে ভাবে এক বারে হই কোটীশ্বর,
যদি হয় তবু, নহে সন্তুষ্ট অন্তর।
মনেতে না হল যদি সন্তোষ উদিত,
ধনেতে তবে আর হবে কি সুখিত?
অতএব লোভ ক্ষোভ করিয়া বর্জ্জন,
যদৃচ্ছা লাভেতে হও পরিতৃপ্ত মন।
সুখ সুখ সুখ করি সকলে কুণ্ঠিত,
কোথা সুখ কেহ নারে কহিতে নিশ্চিত।
সুখ কিছু নাহি থাকে সুরম্য ভবনে;
সুখ কিছু নাহি থাকে শুধু রত্ন ধনে;
সুখের সাধন বটে এক মাত্র মন,
মন যার সুখী,—ভবে সুখী সেই জন।
লোভের অনলে সদা মন জ্বলে যার,
কেমন করিয়া মন সুখী হবে তার?
তাই বলি যদি কেহ সুখী হতে চাও।
সন্তোষের সরোবরে নাও, তবে নাও॥

মানব।

হে মানব! অই পশু চরে যে প্রান্তরে,
হৃষ্ট পুষ্ট শরীর শোভায় মন হরে,

স্বাধীন, তোমার মত নহে এচিন্তিত,
কি বিভেদ আছে তব উহার সহিত?
তুমি যেই মত চক্ষে কর দরশন,
কর্ণে শুন, কর দিয়া করহ গ্রহণ,
মুখে কর আহার, চরণে বিচরহ,
এরোক্ত সেরূপ সব, ভেদ কিসে কহ?
তুমি আত্ম-জঠর ভরিতে যেইমত,
সচেষ্টিত হয়ে সদা ভ্রম ইতস্তত;
দারা পরিবার আদি করিতে পালন,
নানামত ক্লেশ ভার করহ বহন,
এ পশুও সেইমত সমুদয় করে,
কিসেতে বিভেদ তবে পশু আর নরে?
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত তুমি যেইরূপ,
পশু এই, এও বশীভূত সেইরূপ।
তোমাতে পশুতে বটে সকল সমান,
তবে কেন তোমার এমত অভিমান?
বটে বটে এসকলে দুয়ে সমতুল,
জ্ঞান আর ধর্ম্ম মাত্র বিভেদের মূল।
যদি তুমি জ্ঞানী হও, নাহয়ে অজ্ঞান,
ধর্ম্মের মুকুট শিরে কর পরিধান,

তবেই মানুষ বলে দিতে পরিচয়
পারিবে, নতুবা পশুতুল্য সুনিশ্চয়,
কর কর হেমাঙ্গব! ধর্ম্ম আচরণ,
ধর্ম্ম মানুষের মাত্র অমূল্য ভূষণ,
জ্ঞান ধর্ম্ম ভূষায় ভূষিত নহে যেই,
মানব সমাজে, অতি হতভাগ্য সেই!

খল।

খলের হৃদয়ে নাই দয়া, ধর্ম্ম লেশ,
তাই সকলেরে দেয় অকারণে ক্লেশ।
কারো দুঃখে তার মন দ্রব নাহি হয়,
বরম্ তাহাতে তার হয় সুখোদয়।
যে কাজে অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট লাভ নাই,
অহরহ খলের সুচিন্তনীয় তাই।
পরনিন্দা নাহি করে সাধুর রসনা,
খলের রসনা করে, কলঙ্ক রটনা;
যে পাপের কার্য্য সাধুজন-ঘৃণাকর,
সে কাজে নিয়ত রত খলের অন্তর।
ভয়ানক বিষধর বটে সবাকার,
খল সেইরূপ নহে বিশ্বস্ত কাহার।

কারো সঙ্গে খলের প্রণয় নাহি হয়,
কার সঙ্গে খলের সদ্ভাব নাহি রয়,
কিছুতেই সুখী নয় খলের অন্তর,
দ্বেষ হিংসা ক্রোধ-জ্বরে জ্বলে নিরন্তর।
ইহলোক খলের পাপের স্থান মাত্র,
পরলোকে খল, ঈশ্বরের কোপ-পাত্র।
অতএব খলতা করিয়া পরিহার,
হে মানব! করহ সরলতাবলম্বন।

সময়।

অনেকেই কয়, "আয়ু দীর্ঘ নয়,
অনিত্য জীব-জীবন,
তাতে কি করিব, বিদ্যা আরাধিব,
না, ভাবিব নিত্যধন?
স্বদেশের হিত; স্বজন সহিত
সদালাপ সুধাময়,
কখন বা করি, ভবক্ষেত্রে চরি,
আশু হয় আয়ুক্ষয়।"
হেন কহে যাঁরা, ভ্রমে ভ্রান্ত তাঁরা,
মুখে মাত্র সুধু কয়,

ওদিকে সময়, কত অপচয়,
করে নাহি সুনিশ্চয়?
কতক নিদ্রায়, কতক নিন্দায়,
কতক বা বৃথা কাজে,
কতক বা গল্পে, কতক সঙ্কল্পে,
কাটায় সংসার মাঝে।
এদিকেতে ক্ষণ, না করে কখন,
সৎকার্য্য সাধনে ব্যয়।
হায়! তবু কাঁদে, কহে নানা ছাঁদে,
"কি করি অল্প সময়।"
সুবোধ যে জন, তিলেক সে জন,
বৃথা নাহি কাল হরে।
জানয় জীবিত, অল্প পরিমিত,
কবে কালে গ্রাসে করে,
বাঁচে যতক্ষণ, সুধু ততক্ষণ,
সৎকার্য্য সাধন করে।
নির্ব্বোধ যাহারা, কেবল তাহারা
কল্পনায়, ক্ষোভে মরে।

রসনা।

"কেনরে রসনা, সরসে রস না, বিরস বাসনা কেনরে কর?"

অমল কমল, জিনিয়া কোমল, অতি নিরমল শরীর ধর।

হইয়া কোমল, হইলে সমল, হৃদে হলাহল মেখেছ যেন;

হইয়া ললিত, অমৃত সঞ্চিত, সরসে বঞ্চিত হওরে কেন?

হইয়া সরল, উগার গরল, একি অন্তঃখল ভাব তোমার!

অস্থি নিরাকার, ধরি হায় হায়! অশনির প্রায় কর প্রহার।"

তোমার কারণ, কতশত জন, স্বজনের মন দাহন করে;

কত শত নর, হানি বাক্যশর, জনক জননী হৃদি বিদরে।

কত শতজন, তোমার কারণ, সর্ব্বপ্রিয় হয় অবনী মাঝে।

তোমার কারণ, কতশতজন, কার প্রিয় নয় নরসমাজে।

তোমার কৃপায়, বিপদ এড়ায়, কেহ ঠেকে না যায়
যান বিপথে।
কারে প্রাণে মার, প্রাণরোধ কার, ক্ষমতা তোমার
কি এ জগতে ?
তোমার শাসন, করিতে যেজন, পারে সেইজন
মানবরত্ন।
তোমায় শাসিতে, স্ববশে রাখিতে, উচিত সবার
করিতে যত্ন।

বিদ্যা।

মহীতলে শত আছে পদার্থ নিচয়,
সকল হইতে সার বিদ্যা সুনিশ্চয়।
বহুমূল্য রতন, মাণিক্য মণিচয়,
বিদ্যাসহ কোনরূপে তুল্যমূল্য নয়।
অন্যধন ক্ষয় হয় করিলেই দান,
দানে আরো বাড়য় বিদ্যার পরিমাণ,
দস্যু আর বঞ্চকেতে হরে অন্যধন,
অথবা বিভাগ করে লয় ভ্রাতৃগণ.
কার সাধ্য নাই বিদ্যা করিতে হরণ,
সহোদরে নারে নিতে করিয়া বন্টন।

অন্য ধন পদে পদে বিপদ ঘটায়,
বিদ্যাধন বিপদেতে জীবন বাঁচায়,
অন্য ধনে বৃদ্ধি করে গর্ব্ব, অহঙ্কার,
বিদ্যাধন বিপরীত ঘটায় তাহার।
বিদ্যায় বিনয়ী হয়, সুধীর সুশীল,
কার সঙ্গ কলহ না হয় একতিল,
আলোকের বিভাসেতে নাশে তম ভারে
বিদ্যায় হৃদয়ক্ষেত্র আলোকিত করে।
যদি থাকে মনোহর লাবণ্য যৌবন,
অবনীর আধিপত্য, কোষ ভরা ধন,
বিদ্যাবিহীনতা, দোষে বিফল সকল,
বন কিংশুকেতে যথা নাহি পরিমল;
সর্ব্ব অলঙ্কারে যদি অলঙ্কৃত হয়,
বিদ্যা বিনা,তাতে শোভা কিছুমাত্র নয়
গগনের যেইরূপ সুধাংশু ভূষণ,
রমণীর রত্নভূষা সতীত্ব যেমন,
শূরের, বীরত্ব ভূষা তুল্য নাহি যার,
মানুষের বিদ্যামাত্র ভূষা সেপ্রকার।
বিদ্যা করে মানুষেরে বিপদ উদ্ধার;
বিদ্যা করে মানুষের সুযশ বিস্তার;

বিদ্যা করে মানুষের সৌভাগ্য বর্দ্ধন;
বিদ্যা করে মানুষের অজ্ঞতা মর্দ্দন,
বিদ্যা করে মানুষের জ্ঞানের সঞ্চার,
বিদ্যা করে জগতজনের উপকার.
বিদ্যা করে মানুষের মনের মান্যার,
বিশ্ব স্রষ্টা ঈশ্বরের মহিমা বিস্তার।
বিদ্যা মাত্র পরমার্থ পথ প্রদর্শিকা,
অনিষ্টনাশিকা, সব অভিষ্টদায়িকা,
বিদ্যা বিস্ফারিত করে জ্ঞানের নয়ন,
চিনাইয়া দেয় বিভু সাধনের ধন,
হেন বিদ্যা প্রতি অনাদর করে যেই,
তার তুল্য নরাধম আর কেহ নেই।
যেজন নাকরে বিদ্যাসুধা আস্বাদন,
অবনীতে যথার্থ নশ্বর সেই জন।
বিদ্যাসুধা পিয়ে যেই অবনীভিতর,
নশ্বর শরীরে সেই, অজর অমর।
যদিও নশ্বর দেহ তাহার শমন,
হরে, তবু নারে যশ করিতে হরণ।
দশের বদনে যার যশ বর্ত্তমান,
মরিলেও কীর্ত্তি তার থাকে দীপ্যমান।

দুর্লভ মানব দেহ করিয়া ধারণ,
ধিক্ তারে—যেনাকরে বিদ্যা উপার্জ্জন!
“বৃথা তনু বৃথা জন্ম তার সে কেবল,
ধরায় ধরায় তায় নাহি কিছু ফল।”

চেষ্টা কর।

কারি মনোযোগ, করহ উদ্যোগ
অভিষ্ট সফল হবে,
মনেতে উদয়, হলে সিদ্ধ হয়,
কার মনোরথ কবে!
আপন আহার, নাকরি শিকার,
নিদ্রিত রলে মৃগেশ,
তাহার বদনে, করে মৃগগণে,
স্বইচ্ছাতে কি প্রবেশ?

সৎসর্গ।

সঙ্গদোষে অনেকের হয় সর্ব্বনাশ।
অতএব, ত্যজ অসতের সহবাস।
অসতের সহিত বসত যেই করে,
সৎ হলে তাহার, সম্মান তবু হরে;

দশানন জানকীরে করিল হরণ,
সঙ্গদোষে সাগরের ঘটিল বন্ধন।
কাঞ্চন সংসর্গে কাচ মরকত বিভা।
ধরে, অহো অহো সংসর্গের শক্তি কিবা!

মৎসরতা।

মৎসরতা অতি প্রবল বটে
প্রবেশ করিয়া মানব ঘটে,
মানুষত্ব হরে, কি কব আর?
স্বভাবে অভাব করে রে।

পরশুভ প্রতি করয়ে দ্বেষ,
মৎসরী সম্ভোগে অশেষক্লেশ,
তবু নাহি জন্মে জ্ঞানের লেশ,
মনোজ্বরে সদাজ্বরে রে।

মৎসরী যেজন এরীতি তাঙ্ক,
সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হেরয় যার,
অকারণে তারে করয়ে হিংস
নানামত ছল ধরে রে।

আপনার দোষ লুকাতে চায়,
অপরের দোষ নিয়ত গায়,
বুঝিতে এ কথা পারিনা, হায়,
কে মৎসরী সৃষ্টি করে রে!

শৈশব, কৌমার, যৌবনকাল,
মৎসরী এরূপে কাটিয়া কাল,
আইলে চরমে নিকটে কাল,
মরম ব্যথায় মরে রে।

তখন তাহার স্বপাপচয়,
মনের মধ্যেতে হয় উদয়,
আত্ম গ্লানি জন্মে উপজে ভয়,
বার বার নেত্র ঝরে রে।

সকলের শাস্তা জগতপতি
এইদণ্ড তাঁর মৎসরী প্রতি,
সন্তাপ সম্ভোগ এরূপে সদা,
ইহলোকে সেই করে রে।

আত্ম গ্লানি কিছু সামান্য নয়,
তুষানল সম হৃদয় দয়,
সাবধান যেন মানব চয়,
মৎসরিতা নাহি ধরে রে।

কীর্ত্তি।

অখণ্ড দণ্ডায়মান, চিরকাল বর্ত্তমান,
প্রকাণ্ড পাদপ কালরূপ।
স্কন্ধ যুগ চতুষ্টয়, শাখা অব্দ সমুদয়,
বার মাস প্রশাখা স্বরূপ।
পক্ষ পত্রদণ্ড রূপ, বার পত্র অনুরূপ,
দিবা নিশি পত্রের দুপাশ,
সেই বিটপীর মূলে, করয় মানব কুলে,
নানা বেশে নিয়ত নিবাস।
ক্রিয়া কর্ম্ম সমুদয়, সেতরুর পুষ্প চয়,
কীর্ত্তিফলে শোভিত সুন্দর।
অন্য বৃক্ষ ফলচয়, পাকিলে পতিত হয়,
অই ফল থাকে নিরন্তর।
সেই ফল লাভ তরে, কতজনে কত করে,
কালতরু মূলেতে আসিয়া।

কেহ না এবৃক্ষ পরে, চড়িতে উদ্যম করে,
ক্লান্ত হয়, আতঙ্ক পাইয়া।
যদিও সাহসে ভর, কার কোন কোমল র,
চড়ে কাক তরুর উপরে।
ফল প্রলভিতে চায়, আয়ু ফুরাইয়া যায়,
শমন আবার কেশ ধরে।

মনের প্রতি।

ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন,
জাননা পলকে সব গ্রাসিবে শমন।
মত্ততার তত্ত্বহীন আছে একবারে,
আপনা হইতে বড় দেখনা কাহারে।
কিছার মিছার মদে, স্ফিত কলেবর?
তোমাহতে বড় আছে কতশত নর।
তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর একবার,
পরে যদি ভাল বোঝ কর অহঙ্কার।
আপনি আপন নহ, রিপুর অধীন,
তবু গর্ব্ব কর যেন, আছহ স্বাধীন!
যাতে হয় তাগেতের দাসত্ব মোচন,
তাহার উপায় চিন্তা করহ এখন,

রিপুগণ যদি কভু তব বশ হয়,
সেদিন জানিব তুমি স্বাধীন নিশ্চয়।

অলস।

ধরায় অলস, দুর্ভাগ্য অতি,
কোন কাজে তার না যায় মতি।
কি বিদ্যা অর্জ্জন, সুখের সার,
ধরায় না ধরে তুলনা যার;
কি জ্ঞান অর্জ্জন, যাহার বলে,
মানুষেরা নিত্যসদনে চলে;
অলস না করে কিছুর আশ,
সদা রহে হয়ে আলস্যদাস।
অশন জীবনধারণ তরে,
অলস তাতেও আলস্য করে।
যদি কেহ দেয় তুলিয়া মুখে,
তবে সেই খায় পরমসুখে।
আপনি আছাড়ি আপন করে,
অলসে, থাকিতে বিপদে পড়ে।
কেবল, অলস মুদিয়া আঁখি,
বাঞ্ছা করে, "সদা শুইয়া থাকি"। (৩)

কোন কাজ যদি করিতে তায়,
কহ, যেন বজ্র পড়ে মাথায়,
মনে২ কহে হল বিপদ,
কেমন করিয়া চালাই পদ।
যদি অলসেরে কহ কখন,
আনগো আহার্য্য খাব দুজন.
অলস উঠাতে না দেয় সায়,
কহে " বাধা, হেথা পাওয়া না যায়
ভবের মাঝারে অলস আঁশি,
থাকে হয়ে সদা পরপ্রত্যাশী,
অলসের কর, না করে কাজ,
অলসের নাহি, পৌরুষ, লাজ,
অলসের পদ, পতিত রয়,
কোন কাজে অগ্রসর না হয়,
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি অলস জনে,
ভার বোধ করে আপন মনে।
জন্মিয়া অলস মনুষ্য বংশে,
কেবল আলস্যে সময় ধ্বংসে
দুর্লভ জীবন, দুর্লভ কায়,
অলসের সব বিফলে যায়।

হিংসা।

হিংসা সম পাপ আর,
নাহি অবনী মাঝার,
হিংসা অতি বলবতী,
কুপথে ভ্রমায় রে!

মনে হিংসা অঙ্কুরিত,
হলে তাহা উন্মূলিত,
কোন মতে, সহজেতে
করা নাহি যায় রে!

হে হিংসক নরগণ!
কেন হিংসা পরায়ণ
হয়ে, ঘোর পাপার্ণবে
নিমগন হও রে?

ঢালিয়া জ্ঞানের জল,
কর মনে নিরমল,
কেন ভ্রমে ভ্রান্ত হয়ে
পাপভার বও রে?

কদিন বা আছ ভবে,
প্রিয়ভাবে ভাব সবে,
জান না যে যেতে হবে,
দিন দুই পরে রে

মিছে দ্বেষ, মিছে গর্ব,
অনিত্য জানিবে সর্ব;
সব লুকায়িত হয়,
কালের জঠরে রে

এমন না মনে স্মরে,
নিয়ত যে জন করে,
পর জন হিংসা সেই,
নরাধম অতি রে।

কে তার সুযশ গায়?
ধরা তারে নাহি চায়,
ইহ পরলোকে তায়,
না হয় সদ্গতি রে

হিংসিলে জন্মায় পাপ,
পাপে নানা পরিতাপ
জন্মে, ঈশ্বরের কোপ,
দুর্গতি'তে ফেলায় রে।

অতএব মরণান্ত
কভু হিংসা পরায়ণ,
না হয়ে প্রীতি শৃঙ্খলে,
বাঁধহ সবায় রে।

নীতিসার।

নিন্দা কিম্বা করুন, যথেচ্ছ গুণগান
থাকুন কমলা কিম্বা করুন প্রস্থান,
প্রিয়তম প্রাণ অদ্য হউক শমন :
অথবা যুগান্ত কালে হউক মরণ ;
নীতিজ্ঞ জনের চিত্ত ন্যায়পথ হতে,
বিচলিত কখনো নাহয় কোন মতে।

অজাত, বিগতপ্রাণ, মূর্খ এই ত্রয়

মধ্যে আদ্য হয় ভাল, শেষ ভাল নয়।
একবার দুঃখ দান করে আদ্যদ্বয়,
কিন্তু অন্ত্য পদে পদে দুঃখপ্রদ হয়।

জন্ম মাত্র মরা ছেলে, তাতে দুঃখোদয়,
নাহি হয় তত, শোক স্থায়ী নাহি রয়,
কন্যা হলে, তাতে তত ক্ষোভ নাহি মনে,
সুখকরী হলে বাল্যে সুজন বরণে,
ভার্য্যা যদি বন্ধ্যা হয়, তাতে ক্ষোভ নাই
তবু মূর্খ পুত্র ভাল হইতে না চাই।

গুণীগণ যে সময় হয়েন গণিত,
সে সময় যাহার সে সুত উল্লিখিত,
সে পুত্রেতে পুত্রবতী হইলে জননী,
বন্ধ্যা তবে কেবা এই বিপুলাধরণী?

যে তনয়, বংশে জন্ম করিয়া গ্রহণ,
করিতে নাপারে কুল গৌরব বর্দ্ধন।
জনক জননী সেবা সমুচিত রূপে,
না করে নিমগ্ন হয় অবিদ্যার কূপে।

যাহার হৃদয়ে কিবা আছে সন্তোষণ,
তাহারে অবশ্য মাত্র আশাক্রান্ত হয়।

পণ্ডিতের সহ যদি, শত্রুতাও হয়,
সেও ভাল, মূর্খে মৈত্রী প্রেম তবু নয়।

ক্ষণ স্থায়ী জীবন, কল্পান্ত স্থায়ী যশ,
হেন যশ ধন, যে জন অর্জ্জন,
না করে হয়ে অলস।
বৃথায় জীবন তার বৃথায় জীবন!
বাঁচিলে মরণ, তার জনগণ,
না করে তারে স্মরণ।

বাঁচিলে যে জন, হয় দেশের কল্যাণ,
বাঁচিলে যে জন, বাড়ে বংশের সম্মান,
বাঁচিলে যে জন, দূর হয় কুসংস্কার,
বাঁচিলে যে জন, হয় পর উপকার;
বাঁচিলে যে জন, হয় অনেকে পালিত,
থাকুক সে চিরকাল হইয়া জীবিত।

যে জন মরিলে, ধরা তার হয় ভীন,
যে জন মরিলে নিভে কলহ আগুন,
যে জন মরিলে যায় দেশের কন্টক,
এখনি তাহার প্রাণ, হরুক অন্তক।

এই যে যুগল নেত্র, নেত্র এত নয়,
পর চিত্ত, এই চক্ষে দৃষ্ট নাহি হয়,
ভবিষ্যৎ গর্ভে যাহা আছে লুকায়িত,
এলোচনে তাহা নাহি হয়, বিলোকিত
জ্ঞান-চক্ষে এসকল স্পষ্ট দৃষ্ট হয়,
হেন চক্ষু হীন যেই, অন্ধ সে নিশ্চয়।

নীতি-বাক্য কতগুলা শিখিলে,
নীতিজ্ঞতা ফল তাহে না মিলে;
নীতিমত কার্য্য করয়ে যেই,
নীতিশিক্ষা ফল সম্ভয় সেই।

গুণজ্ঞ, গুণীর গুণ করয় গ্রহণ,
নির্গুণের নহে গুণী সম্মানভাজন।
জহরীই মণি-মুক্তা বুঝে, যত্ন করে,
চিনিতে কি পারে, তাহা কৃষকনিকরে?

বিপদে করিবে কর ধৈর্য্যাবলম্বন,
ক্রোধ কালে ক্ষমাগুণ অতীব শোভন
সম্পদে বিনম্র হওয়া অতীব উচিত,
বিদ্যায় বার্ত্তিক হওয়া বটে সুবিহিত
এই নীতি বাক্য বিপরীত যেই করে,
সময়ে অবশ্য সেই পরিতাপে জ্বরে।

চিত্ত চৈতন্য।

ভবের আপণে, আসা কি কারণে, মনে লও আগে,
উদ্দেশ্য তার,
পণ্যের ক্রয়, যত মনে লয়, ভ্রমেতে কেবল,
ভ্রমনা আর।
আছে যে কিঞ্চিৎ, পূর্ব্বের সঞ্চিত, পরমায়ু ধন,
তোমার কাছে।
কুহকী বাজার, দেখিতে তোমার, সেই ধন টুকি,
ফুরায় পাছে।
বিপণী বঞ্চক, ক্রেতা প্রবঞ্চক, তঞ্চকতা অশেষ,
বিথিকা শোভা।
কিবা শোভাকর, দৃশ্য মনোহর, হেরে ভুলে,
ভ্রমে মানস লোভা।

হয় ছল তার, কুপথ দেখায়, গণ্ডগোলে নিয়ে
ফেলে ক্রেতায়।

নিশকতি ধরে, ক্ষীণমতি নরে, তাদের কুহক,
এড়ায়ে যায়।

অতএব শুন, বলি পুন পুন, নিরখ যেখানে,
সাধু সমাজ।

তাহাদের কাছে, যা বিক্রেয় আছে, ক্রয় করে লহ
সাধ স্বকাজ।

হিরা, মণি, হেম, জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম, সাধুগণে বেচে,
না লয় মূল।

করিয়া যতন, সে সব গ্রহণ কর, পাবে ভব
সাগরে কূল।

সমাপ্ত।